দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

054

বোর্ডের বই

স্কুলে পর্যায়ে নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হয়েছে। অতএব ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন পাঠ্য বই-এর জন্য অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতি ওরা জানুয়ারী থেকেই নতুন বই বন্টন শুরু হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

দু-চার দিনের হেরফের অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু বোর্ডের বই সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত। যথাসময়ে তারা কখনোই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে পেরেছে এমন ঘটনা আমাদের মনে পড়ে না। জানুয়ারীতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেবার কথা থাকলেও অতীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বই সরবরাহ করা হয়েছে ফেব্রুয়ারীতে।

বই বন্টন নিয়েও অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত হয়েছে। বিক্ষোভ হয়েছে। মিছিল হয়েছে। বই নেয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন দিতে হয়েছে অভিভাবকদের। এসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই আমরা আশা করেছিলাম যে টেক্সটবুক বোর্ড যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানে যত্নবান হবে বোর্ড কর্তৃপক্ষও সেই আশা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী তারা পূরণ করতে পারছেন না।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নতুন ও পুনঃমুদ্রিতব্য বই-এর একটা বিরাট অংশ এখনো মুদ্রিতই হয়নি। সুতরাং অন্ততঃ কোন কোন পুস্তক সরবরাহে বিলম্ব প্রায় নিশ্চিত। অন্যদিকে বই বাঁধাই নিয়েও যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তাতেও যথাসময়ে বই বন্টনের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, স্কুল বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের একমাত্র দায়িত্ব অর্থাৎ পাঠ্য বই প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ নয় এবং তার জন্য যে ধরনের সময়সূচী গ্রহণ করা দরকার তারা তা করেন না। তার ফলেই তাদের পক্ষে যথাসময়ে পাঠ্য বই ছাপানো ও বন্টন সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করার ফলেই বই-এর গুণগত মানের অবনতি ঘটে। সম্ভবতঃ এই জন্যই অন্তত নীচুমানের রচনা এবং ব্যাকরণ মুদ্রণজনিত ও তথ্যগত ভুল নিয়ে বই বেরোয়। ছাপা বাঁধাই সবই হয় নীচুমানের। প্রকাশিতও হয় দেরীতে। আর কতদিন ধরে এই অবস্থা চলবে কে জানে?